তারিখ 17 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের ডিগ্রী নিয়ে বিতর্ক শুরু

মোশতাক আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের ডিগ্রী নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। চার বছরের অনার্স শেষেই প্রফেশনাল ডিগ্রী দেয়া হবে নাকি আরও এক বছর মাস্টার্স (চার বছর অনার্স+এক বছর মাস্টার্স) করতে হবে-এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা দাবি তুলেছে চার বছর মেয়াদী এই অনার্স কোর্সের ডিগ্রী তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমর্যাদা দিতে হবে অথবা চার বছরের অনার্স শেষেই প্রফেশনাল ডিগ্রী দিতে হবে। এই দাবিতে আজ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেবে।

জানা গেছে, ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান অনুষদের তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু করা হয়। পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এই কোর্স চালু করা হয়। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহেও এই কোর্স চালু করা হয়। আন্তর্জাতিক সমমানের অনার্সের কথা মাথায় রেখে এই কোর্স চালু করা হয়। তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স এবং এক বছরের অনার্স কোর্সের সিলেবাসকে সমন্বয় করে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের সিলেবাস তৈরি করা হয়। তখন ধারণা দেয়া হয়েছিল এই কোর্সের শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী তিন বছর ও এক বছরের মাস্টার্স সমমান মর্যাদা পাবে। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে ভিন্ন।

সম্প্রতি চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার পরপরই বেরিয়ে আসে ফাঁকফোকর। চাকরির বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না। আর তখন থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়। তারা চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সকে প্রফেশনাল ডিগ্রী অথবা মাস্টার্স (৩ বছর অনার্স+১ বছর মাস্টার্স) সমমান মর্যাদার দাবি তোলে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, '৯৬-'৯৭ শিক্ষাবর্ষে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে চার বছর মেয়াদী কোর্স চালু হলেও কলা অনুষদে এক বছর পর (৯৭-৯৮) এই কোর্স চালু করা হয়। এতে করে কলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা এক বছর আগে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে চাকরি করছেন। অথচ বাকি অংশ কেবল অনার্স (চার বছর) পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এই দ্বৈতনীতির কারণে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ পাচ্ছে এক বছরের বাড়তি সুবিধা। অপরদিকে আরেক অংশ জীবন থেকে একটি বছর হারাতে বসছে। আমাদের দেশের মতো গরিব দেশের জন্য যা বোঝাস্বরূপ। সব দিক বিবেচনা করে অনেকেই এই কোর্সের বিরোধিতা করেছেন। তা ছাড়া চার বছর মেয়াদী এই অনার্স কোর্সের মান কি হবে তাও স্পষ্ট নয়। এটি অনার্স কোর্স হলেও শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী অনার্স কিংবা মাস্টার্স কোনটারই সমমান ধরা যায় না। চাকরির বিজ্ঞাপনে চার বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য আলাদা কোন সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে চিন্তা মাথায় নিয়ে এই কোর্সটি চালু করেছিল, সেটি আমাদের মতো গরিব দেশে হাস্যকর ব্যাপারই বটে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা (উচ্চতর ডিগ্রী) করার জন্য এই কোর্স প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, আমাদের দেশে হাজারে ৫ জন শিক্ষার্থীও বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার সামর্থ্য রাখে না বা যাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কেন শুধু শুধু শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে একটি বছর নষ্ট করে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া। অভিভাবকদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া। এক শিক্ষক বলেন, এই কোর্সের ব্যাপারে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড মান চালু করার প্রতি তিনি অভিমত দেন। এদিকে বুয়েট, বিআইটির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনার্স শেষে প্রফেশনাল ডিগ্রী চালু রয়েছে। জানা গেছে, বুয়েট-বিআইটির শিক্ষার্থীরা অনার্স ডিগ্রী নিয়েই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে। শুধুমাত্র অধ্যাপনার ক্ষেত্রে মাস্টার্স আবশ্যক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন হচ্ছে যদি বুয়েট-বিআইটির শিক্ষার্থীরা চার বছর শেষে প্রফেশনাল ডিগ্রী পেতে পারে, তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা কোথায়? এই বিষয়টি নিয়ে চার বছর মেয়াদী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা

এ কোর্সের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা (এ্যাপিয়ার্ড) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, সম্প্রতি সকল সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে সার্কুলার হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের ঈপ্সিত এবং যোগ্য পদে দরখাস্ত করতে পারছি না। কেন আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে? হতাশাগ্রস্ত এসব শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, কোথাও মাস্টার্স চেয়ে দরখাস্ত আহ্বান করলে আমরা ব্যর্থ হই, পক্ষান্তরে অনার্স বা স্নাতক সমমানের পদে আবেদন করা নিজেদের প্রতি অবিচারই মনে হয়। তারা জানান, এই কোর্সের আওতায় পড়ে ২৪তম বিসিএসে অংশ নিতে পারছি না। অথচ আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা চাকরি করছে। তাঁদের বক্তব্য আন্তর্জাতিক মানের স্কুল অব ইয়ারিং (১৬ বছরের শিক্ষাবর্ষ) পদ্ধতি চালু করলে সমস্যা সমাধান হতো। এক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণীর (এইচএসসি) পর তিন বছর অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীধারীরা চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের শিক্ষার্থীদের এ্যাকাডেমিক ইয়ারের (১৬ বছর) সমমান বলে বিবেচিত হবে। তা ছাড়া স্কুল অব ইয়ারিং পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড মান হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে। তা ছাড়া সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ৩০ বছরের স্থলে ৩২ বছর করার কথায় অনেকে মত দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। ইতোমধ্যে এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, দেশে-বিদেশে অন্যান্য চার বছরের মতোই আমাদের চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সের মান হবে। তবে টার্মিনাল হবে না।